295. Mvi. Ahmed Tanfique.
Po & Vill. Sellarash
Via- Dharampasha,
Sylhet.

Reg. No. DA—142

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে অ হমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা — প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

নব পর্য্যায়—১২শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, 22nd. June, 1958 | ৭ই আষাঢ় ১৩৬৫ বাং ৪ঠা জিলহজ্জ, ১৩৭৭ হিঃ, | ৪র্থ সংখ্যা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।

৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।

৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
পোঃ বক্স নং ৬, নারায়ণগঞ্জ।

কোরআন।

যাহারা নিজেদের মাল আল্লাহতালার রাস্তায় খরচ করে, তাহাদের (এই কার্য্যের) অবস্থা ঐ বীজের ন্যায় যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে (এবং) প্রত্যেক শীষে ১০০টি দানা হয় এবং আল্লাহ যাহার জন্য চান, (ইহার চেয়েও) বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং আল্লাহ উন্মুক্ততা দানকারী (এবং) খুব জ্ঞানী।

যাহারা নিজেদের মাল আল্লাহতালার রাস্তায় খরচ করে, অতঃপর খরচ করিবার পর কোন প্রকারে বলিয়া বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্ট দেয় না, তাহাদের "রব্"এর নিকট তাহাদের (কার্য্যের) বিনিময় (রক্ষিত আছে) এবং না'ত তাহাদের কোন প্রকারের ভয় হইবে এবং না তাহারা চিন্তিত হইবে। "সুরা বক্‌রাহ্ ২৬২—৬৩ আয়াত।"

নোট :—উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহতালার রাস্তায় মাল খরচ করার ন্যায় লাভজনক কাজ পৃথিবীতে আর নাই। কারণ ইহাতে একের বিনিময়ে অন্যূন ১০০ গুণ বেশী পওয়া যায় এবং অন্যূন ১০০ গুণ বেশী দিবার প্রতিজ্ঞা আল্লাহতালা স্বয়ং করিয়াছেন, যাহা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। তারপর আল্লাহ তালা বলিয়াছেন যে, আমি ইচ্ছা করিলে ১০০ গুণের চেয়েও অধিক দিতে পারি। কারণ প্রসারিত করা বা উন্মুক্ততা দান করা আমার আয়ত্বাধীন।

তারপর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে, তাহাদের এই বিষয়ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই খরচ করা যেন লোক দেখানো না হয়। যদি কেহ খরচ করিয়া তাহা বলিয়া বেড়ায় যে, অমুক বা অমুককে আমি সাহায্য করিয়াছি, বা কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়া পরে তাহাকে কষ্ট দেয়, তবে যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আল্লাহতালা দিয়াছেন তাহা হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে। আর যদি প্রকৃতই আল্লাহতালার শিক্ষানুযায়ী পবিত্র মনে খরচ করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহতালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন।

অতএব প্রত্যেক মুসলমানের কোরআনের শিক্ষানুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করিতে হইবে। কাহারো মনে যেন অহঙ্কারের লেশমাত্রও না আসে। যদি কেহ আল্লাহতালার আদেশ স্মরণ রাখিয়া এইভাবে তাঁহার রাস্তায় মাল খরচ করে, তবে তাহার ভয় বা চিন্তা ভাবনার কোন কারণই থাকিবে না।

হাদীছ।

হজরত হারেছা বিন ওয়াহাব বলেন :—আমি আঁ হজরত ছঃ আঃ কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেছেন "তোমরা তোমাদের অর্থ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর, কেন না তোমাদের প্রতি এমন এক যুগ আসিবে যে, মানুষ স্বীয় অর্থ লইয়া (আল্লাহর পথে খরচ করিবার জন্য) ঘোরাফেরা করিবে, কিন্তু কাহাকেও সেই অর্থ গ্রহণকারীরূপে পাইবে না, (তখন) কোন ব্যক্তি বলিবে যদি তুমি গতকল্য আসিতে, তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিতাম আজ আমার কোন আবশ্যক নাই।"

("বোখারী ১ম জিঃ বাবু ফজলু ছাদকা")

এখন আল্লাহর পথে খরচ করিবার জন্য মানুষকে নানা ভাবে প্রেরণা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ইছলামে অর্থের প্রাচুর্য্যতা এত অধিক হইবে যে, তখন ইছলাম প্রচারের জন্য অর্থের বেশী প্রয়োজন হইবে না। আজ কাল ইছলাম অসহায় অবস্থায় আছে, কেহই ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে চায় না। কিন্তু যখন সম্রাটগণ এই সেলসেলায় আসিয়া ইছলাম প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করিবেন, তখন দশ বিশ টাকার জন্য তাকীদ করাত দূরের কথা কেহ টাকার তাগাদাই করিবে না। অতএব যাহারা ইছলাম প্রচারে অর্থ ব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা উপরোক্ত হাদীছের প্রতি চিন্তা করিবেন।

খোৎবা জোমা।

নবীগণের জমাতকে পাথর, কঙ্কর এবং কাঁটার উপর দিয়াই পথ অতিক্রম করিতে হয়।

যখন তোমরা খোদাতালার জন্য নিজেদের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে, তখন খোদাতালা তোমাদের জন্য সমস্ত জগৎকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন।

লাহোরে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রদত্ত ১৯৫০ ইং সনের ৬ই অক্টোবর তারিখের খোৎবা।

অনুবাদক—আহসান উল্লাহ সিকদার।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) নিজের স্বাস্থ্য এবং লাহোরে পুনরায় মসজিদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন: আজ আমি সংক্ষেপে জমাতের বিশেষ করিয়া যুবকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে, আহমদীয়া জমাতের শত্রুতা খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল লোক গতকল্য পর্য্যন্তও আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, আজ আমাদের রক্ত পিপাসু বলিয়া প্রকাশ হইতেছে। আপনারা বোধ হয় সংবাদপত্রেও কাড়ার ঘটনা পাঠ করিয়াছেন। সেখানে আমাদের জনৈক বন্ধুকে শহীদ করা হইয়াছে। বিষয়টিকে ঢাকিবার জন্য এখন বলা হইতেছে যে হত্যাকারীর শত্রুতার কারণ, দেনা পাওনা সম্বন্ধে ঝগড়া ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইহাও বলা হয় যে, এই ঝগড়া দুই বৎসরের পুরাতন ঝগড়া ছিল।

যদি এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় যে, দুই বৎসর পূর্ব্বের কোন ঝগড়া ছিল তবুও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এখন ইহার হত্যা করা প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্ত মৌলবীর প্ররোচণার ফল ছিল, যাহারা আমাদের জমাতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা করিত। নতুবা যদি এক মাত্র এই ঝগড়াই শত্রুতার কারণ হইত তবে দুই বৎসর পূর্ব্বে হত্যা করিল না কেন? যদি কাহারো ছেলেকে তাহার সামনে কেহ মারপিট করে এবং সে চুপ থাকে। কিন্তু দুই বৎসর পর ঐ ব্যক্তিকে এই বলিয়া মারিতে আরম্ভ করে যে এই ব্যক্তি দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার ছেলেকে মারিয়াছিল, এই জন্য ইহাকে মারিতেছি। তখন কে ইহার সত্যতা স্বীকার করিবে? প্রত্যেকেই বলিবে যে, এতদিন পর তোমার মারপিট করা যদিও উত্তেজনা বশতঃ হইয়া থাকে, তবু এই উত্তেজনা অন্য কোন কারণে তাজা হইয়াছে। এই উত্তেজনা বৃদ্ধি হওয়ার কারণ, তাজা হওয়ার কারণ ও পুনর্জ্জীবন লাভ করার কারণ মৌলবীগণের ঐ সকল বক্তৃতা, যাহা আহমদীগণের বিরুদ্ধে করিত এবং যদ্দ্বারা তাহারা আহমীগণের বিরুদ্ধে লোকের মনে জোসের সৃষ্টি করিত এবং এই ধরণের বক্তৃতা যে মাত্র একস্থানেই করা হইয়াছে তাহা নহে বরং প্রত্যেক স্থানেই হইতেছে।

এমতাবস্থায় আমি বন্ধুগণকে সর্ব্ব প্রথম নছিহত এই করিতে চাই যে, কেহ যেন ইহাকে অনিষ্টজনক পরীক্ষা মনে না করে বরং ধর্ম্মীয় উন্নতির উপকরণ মনে করে। মুছিবত দেখিলে ঘাবড়াইয়া যাওয়া বেইমান এবং কাপুরুষদের কাজ। কোরআন করিমের সুরা বকরের প্রথমেই আল্লাহতালা মোনাফেক (কপট) গণের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন যে যখন মুছিবত আসে তখন তাহারা থামিয়া যায়, এবং যখন আরামের সময় আসে, তখন চলিতে, আরম্ভ করে। মোমেন ঐ ব্যক্তি যে মুছিবতের সময় আরও মজবুত হয়।

জঙ্গে আহযাবের সময় যখন মুসলমানগণকে বলা হইল যে, মানুষ একত্রিভূত হইতেছে এবং তোমাদিগকে ধ্বংশ করিবার চিন্তা করিতেছে। তখন মুসলমানগণ বলিলেন; ইহাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ। কেননা আমাদের খোদা পূর্ব্বেই এই সংবাদ দিয়াছিলেন। ইহাতে আমাদের ঈমান কিরূপে নষ্ট হইবে? আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাইবে।

অতএব এমতাবস্থায় মোমেনগণের মনে করা কর্ত্তব্য যে, আল্লাহতালা আমাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কে আছে যে অমর। কিন্তু এক মৃত্যুকে আল্লাহতালা স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়াছেন, এবং অন্য মৃত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এই মৃত্যু বরণকারীগণ মরে নাই, তোমরা তাহাদিগকে মৃত বলিবেন, তাহাদের আহার সরবরাহ করা হইতেছে। অর্থাৎ তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপকরণ নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। শত্রুগণ তোমাদিগকে ধ্বংশ করিতে ও চিন্তাশীল দেখিতে চায়। কিন্তু যখন দেখে যে, মারিলে তোমরা আরও অধিক সাহসী ও বাহাদুর হইয়া যাও, আরও অধিক আনন্দিত হও এবং বল যে, খোদাতালা আমাদের উন্নতির সামান পয়দা করিয়াছেন। তখন তাহাদের সাহস চুর্ণ বিচুর্ণ হয়।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) যখন শিয়াল কোট যান তখন মৌলবীগণ ফতোয়া দেয় যে, যে ব্যক্তি মির্জা সাহেবের কাছে যাইবে বা তাঁহার বক্তৃতায় যোগদান করিবে তাহার স্ত্রী-তালাক হইবে। তিনি কাফের এবং দজ্জাল। তাঁহার সহিত কথা বলা, তাঁহার কথা শুনা এবং তাঁহার কেতাব পাঠ করা একেবারে হারাম এবং তাঁহাকে হত্যা করা সওয়াবের কাজ। কিন্তু তাঁহার অবস্থান কালে শত্রুদের ফছাদ করিবার সাহস হয় নাই।

কারণ চতুর্দ্দিকের আহমদীগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমি ও এই সফরে হজুর (আঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। ফিরিবার সময়

যখন আমরা গাড়ীতে চড়িলাম তখন বহু লোক চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিল। গাড়ী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা পাথর ছুড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে পাথর ছুড়িলে কি লাভ? কোন কোন পাথর গাড়ীতে পড়িল এবং কোন কোনটি তাহাদেরই লোকের উপর পড়িল। গাড়ী চলিয়া আসার পর আহমদীগণ যার যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন এবং কতিপয় আহমদী যাহারা ষ্টেশনে ছিলেন তাহাদের উপর শত্রুগণ আক্রমণ করিল। ঐ দলে মৌলবী বোরহান উদ্দিন সাহেবও ছিলেন। দুষ্টগণ মৌলবী বোরহান উদ্দিন সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে পাথর মারিতে লাগিল এবং অবশেষে এক দোকানে তাঁহাকে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা তাঁহাকে মারিতে লাগিল এবং একজন বলিল যে, গোময় নিয়া আস তাঁহার মুখে দেই তাহারা গোময় আনিল এবং তাঁহার মুখ খুলিয়া গোময় দিল। দুষ্টগণ যখন তাঁহার সহিত এই ধরণের পিশাচীয় ব্যবহার করিতেছিল, তখন তিনি হাঁসিতে ছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, "ছোবহানাল্লাহ' "ছোবহানাল্লাহ" এমন সৌভাগ্য কাহার যে, এমন দিন দেখে? ইহাতে আল্লাহর নবীর সহচরগণের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে। আল্লাহ তালাকে ধন্যবাদ যে, আজ আমাকে এই দিন দেখাইয়াছেন। ফলে ইহাই হইল, যে দুষ্টগণ লজ্জায় এদিক সেদিক চলিয়া গেল।

প্রকৃত কথা এই যে, শত্রু যখন কাহাকেও ভীত দেখে তখন বলে চল ইহাকে ভয় দেখাই। আল্লাহতালা বলেন শয়তান আউলিয়া গণকে ভয় দেখায়। যদি কেহ ভয় পায়, তবে তাহাকে শয়তানী মানুষ মনে করে। কিন্তু যদি ভীত না হয়, বরং আক্রমণ এবং কষ্টকে আল্লাহতালার পুরস্কার মনে করে এবং বলে আল্লাহতালা নিজের ফজল দ্বারা আমাকে এই গৌরবময় স্থান দান করিয়াছেন যে আমি তাঁহার জন্য মার খাইতেছি তবে শত্রু ভয় পায়, এবং খোদাতালাও তাঁহার এই বান্দার জন্য অতুলনীয় গায়রত দেখান। এখানে আমি একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। একবার রাশিয়ার বাদশাহ্ পিটার কোন এক বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য বসিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, কেহ যেন মহলের মধ্যে প্রবেশ না করে। পূর্ব্বকালে মহলের দরজা থাকিতনা, মাত্র পর্দ্দা লটকাইয়া রাখা হইত। আরবী গ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানগণের ঘরে ও দরজা থাকিতনা এবং এই জন্যই ঘরে প্রবেশের পূর্ব্বে অনুমতি লইবার আদেশ ছিল। সে যাহা হউক বাদশাহ্ পিটার টলষ্টয় নামক জনৈক দারোয়ানকে এই বলিয়া সদর দরজায় বসাইলেন যে, আমি এক বিশেষ বিষয়ের চিন্তা করিতেছি কেহ যেন ভিতরে প্রবেশ না করে। ঘটনা চক্রে জনৈক শাহ্জাদা আসিল এবং কোন কার্য্য বশতঃ বাদশাহ্র সহিত সাক্ষাতের জন্য ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিল। রুশ সরকারের নিয়মানুসারে তখন শাহ্জাদাগণকে কেহই বাধা দিতে পারিতনা। তাহারা যখন ইচ্ছা বিনানুমতিতে বাদশাহ্র মহলে প্রবেশ করিতে পারিত। এই কানুনও ছিল যে, কোন সিভিলম্যান কোন মিলিটারীকে মারিতে পারিতনা, কোন ছোট কর্ম্মচারী বড় কর্ম্মচারীকে মারিতে পারিতনা, কোন শাহ্জাদাকে গয়ের শাহ্জাদা মারিতে পারিতনা, নওয়াবকে গয়ের নওয়াব মারিতে পারিতনা। যেহেতু বিনানুমতিতে শাহ্জাদা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত, এই জন্য উক্ত শাহ্জাদা প্রবেশ করিতে চাহিলে দারোয়ান টলষ্টয় তাহাকে বাধা দিয়া বলিল যে, বাদশাহর আদেশ যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেনা। শাহজাদা বলিল, তুমি জাননা যে, শাহজাদাগণ বিনানুমতিতে বাদশাহর নিকট যাইতে পারে। টলষ্টয় বলিল হাঁ। ইহাতে শাহজাদা ক্রোধান্বিত হইয়া টলষ্টয়কে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল এবং বলিল যে আইন জানা সত্ত্বেও আমাকে বাধা প্রদান করিবার সাহস করিলে। টলষ্টয় মার খাইল। শাহজাদা কয়েক ঘা বেত্রাঘাত লাগাইয়া মনে করিল যে, এখন ইহার শিক্ষা হইয়াছে, এখন প্রবেশ করি। অতঃপর শাহজাদা পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে, টলষ্টয় তাহাকে আবার বাধা দিয়া বলিল যে, হজুর, বাদশাহ কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই আমি আপনাকে পুনরায় বাধা দিতেছি। ইহাতে শাহজাদা টলষ্টয়কে পূর্ব্বের চেয়েও অধিক মারিল এবং মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এবার তাহার শিক্ষা হইয়াছে। যখন শাহজাদা পুনরায় মহলের দিকে রওয়ানা হইল, তখন আবার টলষ্টয় নিজের হস্তদ্বয় শাহজাদার সামনে প্রসারিত করিয়া বলিল যে, বাদশাহর আদেশ নাই, ভিতরে প্রবেশ করিবেন না। ইহাতে শাহজাদা ক্রোধে চীৎকার করিতে লাগিল।

শানে মোহাম্মদ (দঃ)

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

"মোহাম্মদ (দঃ) এর অন্তঃকরণে বিস্ময়কর জ্যোতি, মোহাম্মদ (দঃ) এর শনিতে বিস্ময়কর পদ্মরাগ-মনি।"

"মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রিয়গণের মধ্যে সামেল হইলেই কালিমাযুক্ত অন্তঃকরণ পরিষ্কার হয়।"

"যাহারা মোহাম্মদ (দঃ) এর দস্তর-খান হইতে মুখ ফিরায় ঐ সকল হীন চেতাও নির্ব্বোধগণের অবস্থাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত।"

"আমি উভয় জাহানে এমন একজনকেও দেখিনা যে ব্যক্তি শান শওকতে মোহাম্মদ (দঃ) এর সমকক্ষ।"

"খোদাতালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, যে মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি ঈর্ষা পোষন করে।"

"যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (দঃ) এর শত্রু, এই হীন কীটকে খোদাতালা স্বয়ং ধ্বংস করিয়া দিবেন।"

"যদি তোরা নফ্সের বদ নেশা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাস্, তবে তোরা মোহাম্মদ (দঃ) এর নেশাতে আত্ম নিমগ্ন কর।"

"যদি তোরা চাস্ যে আল্লাহতালা তোদের প্রশংসা করে, তবে মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রশংসাকারী বনিয়া যা।"

"যদি তোরা ইহার প্রমাণ চাস্ তবে তাঁহার প্রিয় বনিয়া যা, কেন না মোহাম্মদ (দঃ) নিজেই নিজের দলিল।"

"আমার মস্তক মোহাম্মদ (দঃ) এর পদতলের ধূলিতে উৎসর্গীকৃত, আমার হৃদয় সর্ব্বদা মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্য কোরবান।"

"রসুলুল্লাহ (দঃ) এর চুলগুচ্ছের শপথ, আমি মোহাম্মদ (দঃ) এর জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের উপর উৎসর্গীকৃত।"

"এই রাস্তায় যদি আমাকে খুনও করা হয়, যদি আমাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দগ্ধও করা হয়, তবু আমি মোহাম্মদ (দঃ) এর দরবার হইতে মুখ ফিরাইব না।"

ইস্তেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩ ইং।

(ক্রমশঃ)

জুমার খোৎবা।

এবং টলষ্টয়কে বেদম পিটিতে লাগিল. ইতিমধ্যে তথায় অন্যান্য লোকও জমা হইতে লাগিল এবং ঘটনাচক্রে বাদশাহরও দৃষ্টি সেদিকে পড়িল এবং এই ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন। তখন বাদশাহ ক্রোধস্বরে ডাকিলেন, টলষ্টয় এখানে আস। বাদশাহর ডাকে টলষ্টয় আসিল এবং রাগে গড় গড় করিতে করিতে শাহজাদাও সেখানে উপস্থিত হইল।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, টলষ্টয়! গোলমাল কিসের? বাদশাহর প্রশ্নের উত্তরে টলষ্টয় বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিল। অতঃপর বাদশাহ শাহজাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টলষ্টয় যাহা বলিল তাহা কি সত্য? শাহজাদা বলিল, হাঁ। তবে প্রকৃত কথা এই যে, রাশিয়ার আইনানুসারে কোন শাহজাদাকে মহলে প্রবেশ কালে কেহ বাধা দিতে পারে না। বাদশাহ বলিলেন, তুমি জান কি যে, বাদশাহর উপর রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার থাকে এবং তাহাকে কোন কোন বিষয়ে নির্জ্জনে বসিয়া রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে চিন্তা ভাবনা করিতে হয়। এমতাবস্থায় আমার কি আদেশ দিবার হক ছিল না যে কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। যেন আমার মনযোগ অন্যত্র চলিয়া না যায়। টলষ্টয় বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছে এবং আদেশ পালন করিয়াছে। তুমি যে তাহাকে মারিয়াছ, তাহার দোষে মার নাই। বরং আমার আদেশ পালন করার দরুণ মারিয়াছ। অতঃপর বাদশাহ টলষ্টয়ের হাতে হান্টার দিয়া বলিলেন যে, এই হান্টার দিয়া তুমি শাহজাদাকে মার। ইহাতে শাহজাদা বলিল, রাশিয়ার আইন অনুযায়ী কোন সাধারণ লোক মিলিটারীকে শাস্তি দিতে পারে না। আমি ফৌজি এবং টলষ্টয় গয়ের ফৌজি। অতএব সে আমাকে শাস্তি দিতে পারে না বাদশাহ বলিলেন, টলষ্টয়! আমি তোমাকে ফৌজি পদ দান করিলাম। তুমি তাহাকে বেত্রাঘাত কর। অর্থাৎ ফৌজি পদ দান করারও বাদশাহর অধিকার রহিয়াছে। অতএব তিনি তাহাই করিলেন এবং টলষ্টয়কে আদেশ দিলেন যে, শাহজাদাকে কোড়া মার। ইহাতে শাহজাদা বলিল, রাশিয়ার আইনানুসারে কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী শাস্তি দিতে পারে না। আমি জেনারেল। অতএব এই ব্যক্তি আমাকে শাস্তি দিতে পারে না। অতঃপর বাদশাহ বলিলেন, টলষ্টয়! আমি তোমাকে তাহারও উচ্চতম পদে নিয়োজিত করিলাম। তুমি তাহাকে শাস্তি দাও। ইহাতে শাহজাদা বলিল, রাশিয়ার কানুন মতে কোন গয়ের নওয়াব কোন নওয়াবকে শাস্তি দিতে পারে না। আমি নওয়াব এবং এই ব্যক্তি গয়ের নওয়াব। অতএব আমাকে শাস্তি দিবার অধিকার তাহার নাই। তখন বাদশাহ বলিলেন, হে নওয়াব টলষ্টয়! তুমি ইহাকে বেত্রাঘাত কর। মোট কথা শাহজাদার প্রত্যেকটি আপত্তির খণ্ডন করিয়া বাদশাহ টলষ্টয় দ্বারা তাহাকে বেত্রাঘাত করাইলেন। কেন না টলষ্টয় বাদশাহর আদেশ মান্য করিতে গিয়াই মার খাইয়াছিল।

তোমরা কি মনে কর যে, আমাদের খোদা এতদূরও গয়রত (আত্মসম্মান) রাখেন না, যতদূর গয়রত টলষ্টয়ের জন্য রাশিয়ার বাদশাহ পিটার দেখাইয়াছিলেন?

তোমাদের মধ্যে যাহারা খোদাতালার উপর ঈমান আনয়নের এবং তাঁহার আওয়াজে লাব্বায়েক (হাঁ, আমি হাজির) বলার জন্য মার খাইবে, শাস্তি দাতা জগতের বড় লোকই হউক আর ছোট লোকই হউক, আল্লাহতালা ঐ শাস্তি দাতাকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িবেন না। আল্লাহতালার হান্টারের মোকাবেলা দুনিয়ার কাহারও হান্টার করিতে পারে না। মানুষ নিজেদের পার্টির সংখ্যাধিক্যের এবং রাষ্ট্রিয় শক্তির উপর ফখর করে। কিন্তু আমাদের খোদার রাষ্ট্র, জাগতিক রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বড়। হজরত রসুল করীম (দঃ) সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ বলিয়াছেন যে তিনি কোণের পাথর হইবেন। যাহারা তাঁহার উপর পতিত হইবে তাহারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আঁ হজরত (দঃ) যাহাদের উপর পতিত হইবেন তাহারাও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ আঁ হজরত (দঃ) আক্রমণ করুক বা আঁ হজরত (দঃ) এর উপর আক্রমণ করুক, উভয় অবস্থায়ই শত্রুগণ ধ্বংস হইবে আঁ হজরত (দঃ) এর অনুগামী গণও কোণের পাথর। অতএব ইহা ভয় প্রদর্শনের বিষয় নহে, বরং পুরস্কারের বিষয়।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) একা ছিলেন তারপর এক হইতে দুই, দুই হইতে চারি, চারি হইতে আট, এই রূপেই জমাত বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ সময় কখন আসিয়াছে যখন শত্রুগণ কমজোর এবং আমরা শক্তিশালী ছিলাম? আমাদের ইতিহাসে এমন কোন সময় আসে নাই, যখন তাহারা শক্তিহীন ও আমরা শক্তিশালী ছিলাম। অথবা ঐ সময় কখন আসিয়াছিল? যখন শত্রুদের নিকট মাল-সামান ছিলনা আমাদের নিকট ছিল। ঐ সময় কখন আসিয়াছে? যখন শত্রুগণ আমাদিগকে শান্তিতে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

কেহ কেহ চাঁদা মাপের জন্য অথবা, চাঁদার হার কমানের জন্য সরাসরি হজরত আমীরুল মুমেনীনের (আইঃ) নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া থাকে। তৎপর হুজুর উহা নাজারাতে প্রেরণ করেন। ইহাতে হুজুরের কষ্ট ও হয় এবং এতে দেরী ও হইয়া যায়। এই সব কাজ নাজারতের উপর ন্যাস্ত রহিয়াছে।

এই জন্য সমস্ত বন্ধুগণের নিকট অনুরোধ যে তাহারা যেন স্ব স্ব দরখাস্ত নাজারতে বয়তুল মালে পাঠাইয়া দেন। ইহার প্রতি নাজারত সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া মিমাংসা করিবে। যদি কেহ নাজারতের মিমাংসা মানিতে অমত হন তাহা হইলে পূনর্বিবেচনার জন্য নাজারতে উলিয়ায় লিখিতে পারেন, ইহাতে ও যদি সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে হুজুরের নিকট আপীল করিতে পারেন। নতুবা সরাসরিভাবে এ ধরণের দরখাস্ত প্রেরণ করা সমিচীন নহে।

নিবেদক—
আবদুল হক রামা
নাজেরেবয়তুল মাল রাবওয়াহ।

জুমার খোৎবা।

করিয়াছে এবং আমরা তাহাদের এই ইচ্ছার দরুণই বাঁচিয়াছি? সর্ব্বদাই শত্রুগণ আমাদিগকে হত্যা করিবার ফতোয়া দিয়াছে এবং আমাদের খোদা আমাদিগকে কেবল যে রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, বরং বৃদ্ধিও করিয়াছেন। অতএব এখন এমন কি নূতন জিনিষ যাতে দেখিতেছ তোমরা ঘাবরাও বা এমন কি নূতন শুনিতেছ যাতে তোমরা চিন্তাযুক্ত হও পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসিয়াছেন কি? যাঁহার জমাত ফুল-গুচ্ছের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে এবং কৃতকার্য্য হইয়াছে। নবীগণের জমাতকে পাথর, কঙ্কর এবং কাঁটার উপর দিয়াই চলিতে হইয়াছে, এবং তোমাদিগকে ও তাহাই করিতে হইবে। যদি কোন ছাগল ছানার পায়ে কাঁটা বিঁধে, তবে রাখাল তাহাকে ক্রোড়ে উঠায় এবং কাঁটা খোলে। তদ্রূপ যদি ধর্ম্মের খেদমতের দরুণ তোমাদের পায়ে ও কাঁটা বিঁধে তবে গরীব রাখাল নয়, কমজোর মেষ পালক নয়, বরং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা খোদা তোমাদিগকে ক্রোড়ে উঠাইবেন। কিন্তু যদি তোমরা ভয় পাও, তবে ঈমানে তোমরা কমজোর, এবং ঐ দৃশ্য দেখিবার উপযুক্ত নহ, যাহা নবীগণের জমাত দেখিয়া আসিতেছেন। তোমরা অলসতা দূর কর, নিরাশাকে কাছে ও আসিতে দিবেনা। খোদা তালা তোমাদিগকে ব্যাঘ্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা কেন নিজ দিগকে ছাগল মনে করিতেছ? যেদিকে তোমাদের গ্রীবা উঠিবে সেদিক হইতেই ইসলামের শত্রুগণ পলাইতে আরম্ভ করিবে। যেদিকে তোমাদের দৃষ্টি নিপতিত হইবে সেদিকেই সত্যের শত্রুগণ ভূপতিত হইতে থাকিবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খোদাতালার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় তোমরা মার খাইবে, নিহত হইবে, তোমাদের বাড়ী ঘর ভস্মীভূত হইবে। কিন্তু তোমাদের পদদ্বয় সর্ব্বদা অগ্রবর্ত্তীই হইতে থাকিবে। এবং কোন শক্তিই তোমাদের অগ্রগতি বন্ধ করিতে পারিবেনা। খোদা তালার কানুন ইহাই যে, তাঁহার জমাতের লোক মারা ও যায়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে জাগতিক ক্ষতিও সহ্য করে। কিন্তু তাঁহাদের পদ যুগল সর্ব্বদা উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাই ঐ মোজেযা (অলৌকিক ঘটনা), যাহা পাষানে গঠিত হৃদয় সম্পন্ন শত্রুকে ও তাঁহাদের সামনে অবনত করাইয়া দেয় এবং তাঁহারা কৃতকার্য্য ও বিজয়ী হয়।

অতএব নিজেদের মধ্যে পরিবর্ত্তণ আনয়ন কর। নামাযের উপর জোর দাও। দোয়ার উপর জোর দাও রাত্রি জাগরণের প্রতি জোর দাও, সদ্‌কা খয়রাতের উপর জোর দাও। ধর্ম্ম সেবায় জোর দাও, তবলীগে জোর দাও, এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন কর। যখন তোমরা খোদার জন্য নিজদিগকে বদ্‌লাইয়া ফেলিবে। তখন খোদাতালা তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বদ্‌লাইয়া দিবেন।

আমেরিকায় ইসলাম প্রচার!

ছয় ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ।

আমেরিকার ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণী রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত।

অনুবাদক :—এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ আহমদীয়া মুছলিম মিশনারী।

মোকাররম ডক্টর খলীল আহমদ নাছের সাহেব এম, এ, পি, এইচ, ডি লিখিতেছেন :—

খোদাতালার ফজলে, যুক্ত রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারের কাজ বিপুল ভাবে চলিতেছে। আমাদের প্রচারকগণ বিভিন্ন চার্চ্চ এবং ক্লাব সমূহে তাঁহাদের আহ্বানে ইসলাম প্রচারের সুযোগ পাইয়াছেন। ডেটনে Episcopal চার্চ্চ কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ এক Panal Discasion এর জন্য আহুত হন! ধর্ম্মীয় আলোচনা ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য নির্দ্ধারিত করা হয়। আমাদের পক্ষ হইতে (উক্ত আলোচনা সভায়) ভ্রাতা সৈয়দ জাওয়াদ আলী সাহেব প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি ইস্‌লামের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

এই কয়মাসে জনাব ডক্টর খলীল আহমদ সাহেবকে ও দশটি পাবলিক সভায় আহ্বান করা হয়। তিনি বোষ্টন নগরে তিনটি লেকচার দিয়াছেন। সেখানে আমাদের মিশন কর্ত্তৃক Freedom House এ প্রত্যেক মাসেই পাবলিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার দরুণ কয়েকজন লোক ইস্‌লাম ধর্ম্ম আলোচনায় গভীর ভাবে মনযোগ দিয়াছেন। তাঁহারা খুবই বিবেচনার সহিত আমাদের এই পুস্তক পাঠ করিতেছেন। বোষ্টনের লেকচার ব্যতিত তিনি নিম্নলিখিত স্থানেও লেকচার দিয়াছেন।

স্প্রিং ফিল্ডে জনৈক মিথুডেষ্ট চার্চ্চের আহ্বানে, তিনি ইস্‌লামী শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

Hyettsville ইস্‌লাম ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি আহুত হন।

Rookfield Airefieldএ মহিলা ক্লাব কর্ত্তৃক ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হয়।

Bethesdaতে yovca এর আহ্বানে ইসলামের শিক্ষা পেশ করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের চার্চ্চ পিস্ ইউনিয়ন (church peace union) নাম কবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্ম নৈতিক ও "পররাষ্ট্র পলিসির" বিভিন্ন দিক বিবেচনার জন্য ষ্টেটডিপার্টমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট অফিসারগণ, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ও বিভিন্ন ধর্ম্মীয় নেতাগণকে আহ্বান করা হইয়াছে। সেখানে Seminer এর নিয়মে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মত বিনিময়ের বৈঠক অনুষ্ঠীত হইতে থাকে। ইসলামের প্রতিনিধিত্বের জন্য ডক্টর নাছের সাহেব আহুত হইয়াছিলেন। এখানে তিনি ইসলামের শিক্ষাও বিশ্ব ইসলামের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সপ্তাহে আমেরিকার World Affairs centre এর ডাইরেক্টর এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন সাহিত্যিক তাঁহাকে খাবার নিমন্ত্রণ করেন। সেখানেও তিনি ইসলাম প্রচারের সুযোগ পাইয়াছেন।

মেশিগণের ইউনিভার্সিটি Ann Arliorএ এক Religions work shop এর ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেখানে একজন হিন্দু স্বামী, একজন ইহুদী আলেম, একজন খৃষ্টান পাদ্রী, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং একজন ইসলামের প্রতিনিধিকে আহ্বান করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে এক সাধারণ সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, যেখানে বহু ছাত্র শামেল হইয়াছিল সেখানে সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীগণ বক্তৃতা দিয়াছেন। অতঃপর প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীগণের জন্য পৃথক পৃথক সভার ব্যবস্থাও ছিল। ইহা ব্যতিত ইউনিভার্সিটিতে অবস্থান কালে প্রফেসারগণ ও ছাত্রগণের সহিত সাক্ষাতেরও আলাপ আলোচনার প্রচুর সময় পাওয়া গিয়াছে।

আমেরিকায় সতরটি বিভিন্ন শহরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা আঞ্চলিক মিশনারীগণের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। চৌধুরী ডক্টর খলীল আহমদ নাছের সাহেব ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সাত হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

চর্ব্বিত-চর্ব্বণ।

পৃথিবী সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যখনই আল্লাহতালা পথভ্রষ্ট মানবের হেদায়েতের জন্য নবী, রসুল বা মোজাদ্দেদীন (সংস্কারক) পাঠাইয়াছেন। তখনই জগৎবাসী আল্লাহ তালার প্রেরিত মহাপুরুষগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। হজরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া রহমতুল্লীল আলামীন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন চরিত যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, আল্লাহতালার প্রেরিত কোন হেদায়েৎকারীই এমন আসেন নাই যাহার বিরোধিতা হয় নাই। তাঁহাদের কাহাকেও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। কাহাকেও করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। কাহাকেও দেশান্তরিত করা হইয়াছে। কাহাকেও ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছে। নবী শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ২৩ বৎসর নবী জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমান অবগত আছেন।

কেবল মাত্র নবীগণেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে তাহা নহে, বরং তাঁহাদের খলীফা এবং ওম্মতে আবির্ভূত সংস্কারক ও অলিউল্লাহগণেরও বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকেও দেশান্তরিত করা হইয়াছে। সামাজিক, আর্থিক, মানষিক, শারিরীক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, কাফের, যিন্দিক, মুলহেদ, মিথ্যাবাদী, বেদাতী ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

মোট কথা তাঁহাদিগকে কষ্ট দিবার যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহতালার প্রিয় বান্দাগণ যাবতীয় গালি. মারপিট এবং অন্যান্য কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ও নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর ওম্মতের মধ্য হইতে কতিপয় হেদায়েতকারীর অবস্থা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

১। হজরত জোনায়দ্ বাগদাদী (রহঃ) এর উপর কাফেরের ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে। "আফ্জালুল আমাল ফী জওয়াব নাতায়েজুল আমাল ২৫ পৃঃ।"

২। হজরত মহীউদ্দীন এব্নে আরাবী (রহঃ)কে তখনকার আলেমগণ কাফের, যিন্দিক, ইত্যাদি বলিয়া ফতোয়া দিয়াছে এবং বহু প্রকারে কষ্ট দিয়াছে।

"আলইয়াওয়াকিতুল জওয়াহের ২৫ পৃঃ।"

৩। হজরত ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া দিয়াছে এবং তাঁহার গ্রন্থ সমূহ জ্বালাইয়া দেওয়া ও তাঁহার উপর লানৎ করাকে সওয়াবের কাজ বলিয়া লোকদিগকে ক্ষেপানো হইয়াছে।

"আস্তাব্কাতুশ শারানী ১৭—১৯ পৃঃ।"

৪। হজরত ইমাম আবুহানিফা (রহঃ) কে কাফের, যিন্দিক, বেদাতী বলা হইয়াছে। তাঁহাকে বহু প্রকার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে জেলে দেওয়া হইয়াছে এবং তথায় তাঁহার দ্বারা ইট গণনার কাজ করানো হইয়াছে। তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করা হইয়াছে।

৫। হজরত ইমাম মালেক (রহঃ)কে বহু প্রকার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে কোড়ামারা হইয়াছে এবং জেল খানায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

৬। হজরত ইমাম শাফী (রহঃ) কে রাফেজী ইত্যাদি উপাধী দেওয়া হইয়াছে এবং জেলে দেওয়া হইয়াছে।

৭। হজরত ইমাম আহমদ এব্নে হম্বল (রহঃ) কে জেলখানায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। তাঁহার পায়ে খুব ভারী ভারী বেড়ী পরানো হইত। তাঁহাকে বেইজ্জত করিবার জন্য মানুষ তাঁহার মুখে থুথু ফেলিত এবং চপেটাঘাত করিত।

৮। হজরত ইমাম বোখারী (রহঃ) কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল।

"হাদীয়া মোজাদ্দেদিয়া ৭৩ পৃঃ,"

"আলইয়াওয়াকীতুল জওয়াহের ১৪ পৃঃ।"

৯। হজরত বায়েযীদ্ বোস্তামী (রহঃ)কে সাতবার দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। "ঐ ১৪ পৃঃ।"

১০। হজরত ছৈয়দ আবদুল কাদীর জীলানী (রহঃ) কে তখনকার আলেমগণ কাফেরের ফতোয়া দিয়াছে।

"আনোয়ারে আহমদীয়া ৭ পৃঃ।"

১১। হজরত শেখ আহমদ সরহন্দী (রহঃ) কে কাফের বলা হইয়াছে এবং কয়েদ করা হইয়াছে।

"আনোয়ারে আহমদীয়া ৩ পৃঃ।"

১২। হজরত শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ)কে বহু প্রকার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং গোমরাহ, বেদাতী ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

১৩। হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ)এর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে এবং মুসলমানগণ শিখদের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে শহিদ করিয়াছে। "মৌলবী জাফর থানেশ্বরী সাহেব কৃত, ছাওয়ানেহ্ মোহাম্মদী ১৩৪ পৃঃ।"

মোটের উপর পৃথিবীতে যত সংস্কারক আসিয়াছেন প্রত্যেককেই তৎকালীন আলেমগণ কষ্ট দিয়াছে। বর্ত্তমান জমানার সংস্কারক, যাহার দ্বারা ইসলাম বিশ্ব বিজয়ী হইবার ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, তিনিও তাহা হইতে বাদ পড়েন নাই। হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) মাহদীর দাবী করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিরুদ্ধেও আলেমগণ

সম্পাদকীয়।

ক্ষেপিয়া উঠিল। তাঁহার উপর কাফের, যিন্দিকি, বেদাতী প্রভৃতির ফতোয়া জারী হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা আরোপ করিয়া জগৎবাসীকে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করা হইল। কিন্তু তিনি আল্লাহ তালার আদেশে অটল অচলভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় জীবনে ইসলামের যে খেদমত করিয়া গিয়াছেন, বিগত ১৪০০ বৎসরের ইতিহাসে তার প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, বিরুদ্ধবাদীগণ যে সকল বিষয় আরোপ করিয়া তাঁহাকে কাফের, বেদাতী, ইসলাম দ্রোহী ইত্যাদি বলিয়া প্রমাণ করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা সমস্তই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত মিথ্যা সর্ব্ব প্রথম পাঞ্জাবী আলেমগণ প্রচার করে। তারপর অন্যান্য দেশের আলেমগণ প্রকৃত বিষয় স্বচক্ষে না দেখিয়া এবং দাবী কারকের গ্রন্থ সমূহ পাঠ না করিয়াই চর্ব্বিত চর্ব্বন আরম্ভ করে।

ইহাদের মধ্যে ২৪ পরগণা নিবাসী মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব অন্যতম। তিনি পাঞ্জাবী এবং যুক্তপ্রদেশের কোন কোন মৌলবীর গ্রন্থ হইতে নকল করিয়া "কাদিয়ানী রদ্" বা "রদ্দে কাদিয়ানী" নামক এক বই বাংলাতে লেখেন। (ইহার মাত্র নামই শুনিয়াছি, বইটি আমি দেখি নাই সঃ আঃ)। এই পুস্তকের দ্বারা বাংলা দেশে যখন আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন আহমদীয়া মিশনারী আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব অকাট্য দলিল প্রমাণ সহ এই পুস্তকের এক দাঁত ভাঙ্গা উত্তর লেখেন এবং তাহা রেজিষ্ট্রি করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের নিকট পাঠান। আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের গ্রন্থের নাম রাখা হয় "হাদীছুল-মাহদী।" এই বিরাট গ্রন্থখানা সাপের সামনে নকুলের কাজ করিল এবং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ইহার উত্তর লেখাত দূরের কথা, ইহার বিরুদ্ধে আর "টুঁ" শব্দটিও করেন নাই।

কিছু দিন পূর্ব্বে "চর্ব্বিত-চর্ব্বণের" আর এক নিদর্শন স্বরূপ ছয়জন মৌলানা ও একজন গ্র্যাজুয়েট লিখিত "কাদিয়ানীর স্বরূপ" নামক ৩৫ পৃঃ সম্বলিত একটি পুস্তিকা আমাদের হাতে আসিয়াছে। পুস্তিকা খানার কভার পেজ, ভূমিকা এবং যে সকল গ্রন্থ অবলম্বনে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে তাহারা অপচেষ্টা করিয়াছে তাহা পাঠ করার পর হাসিও আসিলই, দুঃখও হইল হাসি আসিবার কারণ, আজ হইতে ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে "মক্তব প্রাইমারী পুস্তক" পাঠ কালে যে "সাত অন্ধের হাতী দেখার গল্প" পাঠ করিয়াছিলাম—তাহা স্মরণ করিয়া। আর দুঃখ হইল এইজন্য যে, যে মানব জাতি যখন উন্নতির চরমে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনও আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষিত লোক দেখা যায়, যাহারা অনুসন্ধান ব্যতিতই কাগজে কলমে অন্যের উপর অপবাদ রটনায় পঞ্চমুখ।

সব চেয়ে মজার বিষয় এই যে, এই পুস্তিকায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার যে সকল গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এমন নামও বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা তাঁহার গ্রন্থ হওয়াত দূরের কথা, তাঁহার জীবিতাবস্থায় প্রকাশিতও হয় নাই, তারপর লেখক মহোদয়গণ গ্রন্থগুলির নাম পর্য্যন্ত শুদ্ধ করিয়া লিখিতে অক্ষম।

আমরা এই সম্বন্ধে ৮ই মে, তারিখের "আহমদীর" সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং "কাদিয়ানীর স্বরূপ" নামক পুস্তিকার লেখকগণকে উক্ত পুস্তিকায় যে সকল গ্রন্থের হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে ঐ গ্রন্থগুলি তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কিনা তাহা "খোলা চিঠি"তে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ঐ সংখ্যা "আহমদী" সাতজনের নামেই রেজিষ্ট্রি করিয়া পৃথক পৃথক পাঠানো হইয়াছে। (রেজিষ্ট্রী নং ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ তারিখ নারায়ণগঞ্জ পোঃ আঃ ২০-৫-৫৮ ইং) আমাদের প্রেরিত পত্রিকা ২৪।৫।৫৮ ইং তারিখে তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। ছয়টি "একনলেজম্যাণ্ট" রসিদ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। একটি যাহা পৌঁছে নাই, তাহা বোধ হয় হারাণো গিয়াছে। নতুবা পত্রিকাটি এই এক মাসের মধ্যে নিশ্চয় ফেরৎ আসিত।

"আহমদী"র পাঠক পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, উক্ত পুস্তিকার লেখক মহোদয়গণ আজ এক মাসের মধ্যেও আমাদের "খোলা চিঠি"র উত্তরে 'হাঁ' বা 'না' কোন কিছুই উত্তর দিলেন না। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাহাদের এই অপচেষ্টার ভিত্তি কিসের উপর ছিল।

প্রকৃত কথা এই যে, আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) এর দাবীর সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধিতা আরম্ভ হয়, এখনও চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। কিন্তু এই খোদাই জমাতকে ধ্বংস করাত দূরের কথা, ইহার দৈনন্দিন উন্নতির পথও কেহই বন্ধ করিতে পারিবেনা। কাদিয়ান নামক পল্লী গ্রাম হইতে তিনি ঐশীবাণী প্রাপ্ত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, আল্লাহতালা আমাকে বলিয়াছেন:—"আমি তোমার তবলীগ পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছাইব।" তখন তিনি একা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র এবং আত্মীয়গণও তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু আল্লাহতালা তাঁহাকে গ্রহণ করেন। জগদ্বাসীর আপ্রাণ বিরোধীতা সত্বেও তাঁহার তবলীগ বিশ্বময় প্রচারিত হইতেছে এবং জগতের প্রত্যেক দেশেই তাঁহার শিষ্য পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার শিষ্যগণের উপর হইতে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না।

মোট কথা, আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরোধীতা হইয়াছে, হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু আল্লাহতালা তাঁহার তবলীগকে প্রসারিত করিতে থাকিবেন এবং তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এমন কি একদিন এরূপও আসিবে, যখন পৃথিবীতে তাঁহার অমান্যকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য থাকিবে।

———

আমেরিকায় ইসলাম প্রচার।

(৫ম পৃষ্ঠায় পর)

পুস্তক পুস্তিকা বিতরণ।

পিটাসবার্গে ১০০০ (এক হাজার) প্যাম্ফ্‌লেট বিতরণ করা হইয়াছে। ইয়ঙ্গস্‌টাউন, ডেটরাইট, ফিডল্যাণ্ড এবং ডেটলেণ্ডে পাঁচশত করিয়া পুস্তিকা প্রেরণ করা হইয়াছে। বোষ্টন নগরে পাবলিক মিটিং এর প্রত্যেক-খানেই সেল্‌ সেলার বই পুস্তকের ষ্টল সাজান হইয়াছিল। ওয়াশিংটন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান হইতে বই পুস্তকের জন্য যে চাহিদা আসিয়াছিল, সেখানেও বই পুস্তক প্রেরণ করা হইয়াছে। ইটালির ডক্টর ওয়াগলী এরী সাহেবা লিখিত An Interpretation of Islam এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা প্রথম সংস্করণ হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রেসের সহিত সম্বন্ধ

ওকলা হোমা ইউসিভাসিটির পত্রিকা, (Books Abroadএ) আমাদের মুসলিম সান-রাইজ পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছে। জগত বিখ্যাত ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার পত্রিকা ডক্টর খলীল আহমদ নাছের সাহেবের লিখিত কাশ্মীর সম্পর্কিত পত্রখানি প্রকাশ করে। বোষ্টন নগরের পত্রিকাগুলিও তাঁহার বক্তৃতা ও প্রচার সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে।

শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কিত মজলিস

যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মিশনেই সাপ্তাহিক মজলিস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যেখানে অমুসলিম ভ্রাতাগণও আগমন করেন। উক্ত মজলিস সমূহে কোরআন শরীফের পাঠ শিখান হয় ও ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

বিশেষ অনুষ্ঠানাদি

ঈদুল ফিৎর অনুষ্ঠানে সমস্ত মিশনেই ঈদের নামাজ আদায় করা হইয়াছে এবং পার্টি দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে অমুসলিম ভ্রাতাদিগকেও পার্টিতে আহ্বান করা হইয়াছে এখানে খোদার ফজলে নিয়মিতভাবে অধিকাংশ নও মুসলীম রোজা রাখিয়াছেন ও তারাবীহর নামাজ আদায় করিয়াছেন।

ওয়াশিংটন মসজিদে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত বিনিময়ের জন্য অনেকেই আগমন করিয়াছেন, দুইজন পাদ্রীও যোগদান করিয়াছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ।

মওলানা মওদুদীই পাকিস্তানকে কুফরীস্তান আখ্যা দিয়াছিলেন

—**—

নরসিংদীর বিরাট জন সমাবেশে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা

—•—

[গত সোমবার ১লা আষাঢ় তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে আওয়ামী প্রধান জনাব সোহারওয়ার্দ্দী সাহেবের বক্তৃতার যে অংশ বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা হইতে আমরা যৎকিঞ্চিৎ 'আহমদী'তে প্রকাশ করিলাম। সঃ আঃ]

জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী তুমুল করতালীর মধ্যে বলেন, পাকিস্তানের বুকে বসিয়া পাকিস্তানের আদর্শ সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার মওলানা মওদুদীর নাই। কারণ, এই মওলানা মওদুদীই ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় পাকিস্তানকে কুফরীস্তান ও ফাকিস্তান বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই মওলানা মওদুদীই কায়েদে আজমকে কাফের আখ্যা দিয়াছিলেন।

তবে মওলানা মওদুদীকে জানাইতে চাই, পাকিস্তানের সহিত মওদুদীর ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ, পাকিস্তানের ইসলাম হইতেছে আসল ইসলাম আর ইসলামের হাদিসে রহিয়াছে যে, **কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফের বলিলে নিজেই কাফের হইয়া যায়।** আওয়ামী প্রধান ইসলামের ব্যখ্যা দিয়া বলেন, দরিদ্র জনসাধারণের দেশের ও দুনিয়ার খেদমত, ইনসাফ এবং মহব্বত এই তিনটি জিনিষই হইতেছে প্রকৃত ইসলাম। হিংসা, দ্বেষ, ভীতি প্রদর্শন, বঞ্চনা, অন্যায় এই সব জিনিষের স্থান ইসলামে নাই।

The Review of Religions

(Established in 1902 by the Promised Messiah)

WORLD-WIDE CIRCULATION

*Is the Premier Monthly Magazine of the Ahmadiyya Movement
*Dedicated to the interests of Islam and World Peace
*Deals with Religions, Ethical, Social and Economic Questions
*Islamic Mysticism, Current Topics & Book Reviews.

Annual subscription Rs. 10/- only.
Concession for Non-Ahamadis & Students Rs. 2/- only
Please subscribe and send your subscriptions and donations to :—

THE MANAGER, THE REVIEW OF RELIGIONS.
Rabwah (West Pakistan)

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.